Sem: 2 (Hons)
Dept of Bengali
Teacher's Name: Dr. Biswajit Podder

Topic: অভিসার কাকে বলে? তাৎপর্যসহ ব্যাখ্যা করো।

বৈষ্ণব পদসাহিত্যে অভিসার একটি তাৎপর্যপূর্ণ রসপর্যায়। 'উজ্জ্বল নীলমণি' গ্রন্থে অভিসারের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে-

যাভিসারয়তে কান্তং স্বয়ং ব্যভিসরত্যপি।
সা জ্যোৎস্নী তামসী যানযোগ্য বেশাভিসারিকা।

অর্থাৎ যে নায়িকা কান্তকে অভিসার করান বা স্বয়ং অভিসার করেন তিনিই অভিসারিকা। নারায়ন দাসের 'গীতগোবিন্দ' 'সর্বাঙ্গসুন্দর' টীকায়-

'দুর্বার দারুন মনোভাববহ্নিতপ্তা
পর্য্যাকুলাকুলিত-মানসমাবহন্তি।
নিঃশঙ্কিনী ব্রজতি যা প্রিয়সঙ্গমার্থং।
সাজায়িকা খলু ভবেদভিসারিকেতি॥

অর্থাৎ যে নায়িকা দুরন্ত ও অতিশয় কামনানলে তপ্তা হয়ে ব্যাকুল মনে নির্ভয়ে দয়িতের সঙ্গে মিলনে যাত্রা করে। অমরসিংহের গ্রন্থানুসারে অভিসারিকা-

'কান্তার্থিনী তু যা যাতি সঙ্কেতং সাভিসারিকা'-

অর্থাৎ কান্তের সঙ্গে মিলনে সঙ্কেত কুঞ্জে গমনোদ্যত নায়িকা। আসলে প্রেমের জন্য কৃচ্ছ্রসাধন, দুঃসহ ক্লেশ স্বীকার, সমাজবাধা, লোকলজ্জা, পথবাধা সরিয়ে নায়িকাকে অভিসারে যাত্রা করতে হয়। শ্রদ্ধেয় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত পূর্বরাগকে বলেছেন- First flame of Love. এবং অভিসারকে বলেছেন- Divine call বা Spiritual quest. বৈষ্ণব শাস্ত্রে জ্যোৎস্না ও অন্ধকার দুই অভিসারের কথা থাকলেও বৈষ্ণব মহাজনেরা ৮ রকম অভিসারের কথা বলেছেন- জ্যোৎস্না, তামস, বর্ষা, দিবা, কুজ্ঝটিকা, তীর্থযাত্রা, উন্মত্ত, অসমঞ্জসাভিসার। বৈষ্ণব শাস্ত্রানুসারে সাংসারিক আসক্তিতে জড়িত জীব ঈশ্বরের মধুর আহ্বানে সাড়া দিতে পারেন না তাই অভিসারলীলা লৌকিক নয়। এই অভিসার করতে পারেন একমাত্র রাধাই। কারন জীব কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি, রাধা কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। সুতরাং জীব ও রাধা এক হতে পারেন না।

Scanned by CamScanner

বৈষ্ণব সাহিত্যে বর্ষাভিসারের পদ অধিক তবে অন্যান্য অভিসারও আছে। তমসাভিসারের পদে জ্ঞানদাস বলেন-

ঘন আন্ধিয়ার   ভুজগভয় শতশত
তবু নাই মানয়ে ভীত।

রাধা সখীগনকে ত্যাগ করে একা একা চলেছেন। ভুজঙ্গ বেষ্টন করেছে তার পা। গোবিন্দদাস বলেছেন-

তিমির দুরন্ত পথ হেরই না পারিয়ে
পদযুগে বেড়ল ভুজঙ্গ ॥'

রায়শেখর বর্ষাভিসারের নিপুন বর্ননা দিয়েছেন-

গগনে অব ঘন   মেহ দারুন
সঘনে দামিনী চমকই।
কুলিশ পাতন   শবদ ঝনঝন
পবন খরতর বলগই ॥'

এই বর্ষাভিসারের বর্ননা আরো কাব্যমুগ্ধমাময় হয়েছে গোবিন্দদাসের পদে-
মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট।

বর্ষাভিসারের নিপুন প্রস্তুতি, অন্ধকার বাধা, সর্পভয় থেকে অভিসারে যাবার সব প্রয়াস লক্ষ্য করি গোবিন্দদাসের পদে। এই পর্যায়ের পদে তিনি সম্রাট — কণ্টক গাড়ি   কমলসম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি
গাগরি-বারি   ঢারি করি পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি ॥'

প্রবল কুজ্ঝটিকার মধ্যে রাধা অভিসারে চলেছেন গোবিন্দদাসের পদে-

আজি ভেল ভালে কুজ্ঝটি আঁধিয়ার।
করলহিঁ রাই দিনহি অভিসার ॥

Scanned by CamScanner

তীর্থযাত্রীর মতো সর্বস্ব ত্যাগ করে তীর্থের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন রাধা।
গোবিন্দদাস এরকম পদও লিখেছেন -

বসন ভূষন সব করব তিয়াগ।
নিজ তনু দেয়ব তুঁহু যব মাগ॥
রমনী-শিরোমনি এতহুঁ বিচারি।
ধীর সমীরে চললু রসিক মুরারি॥'

লোকলজ্জা, পথবাধা বিস্মৃত না হলে পরকীয়া অভিসার সম্ভব নয়। প্রয়োজনে বাহ্যজ্ঞানহীন উন্মত্ত হতে হয়। উন্মত্তাভিসারের পদে তাই গোবিন্দদাস বলেন -

অব অন্ধিয়ারে আপন তনু ঝাপই
কর দেই ফনি-মনি ঝাঁপ।

অর্থাৎ অভিসারের সময় অন্ধকারে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে রাধা সাপের মনি ও হাত দিয়ে আড়াল করছেন।
অভিসারের অতিরিক্ত ব্যগ্রতার জন্য রাধা নিজের অলংকার সজ্জায় বিভ্রান্ত। অসমঞ্জস অভিসারের পদে গোবিন্দদাস বলেন-

'মনিময় মঞ্জির যতনে আনি ধনি
সো পহিরল দুই হাত।
কিঙ্কিনী গীম-হার বলি পহিরল
হার সাজাওল মাথ॥'

কেবল রাধার নয় বৈষ্ণব পদে কৃষ্ণের অভিসারও আছে। চণ্ডীদাসের পদে -

এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইল বাটে।
আঙ্গিনার মাঝে বঁধুয়া ভিজিছে
দেখিয়া পরান ফাটে॥

অভিসার সম্ভোগ শৃঙ্গার পর্যায় হলেও প্রিয়তমের জন্য কৃচ্ছ্রসাধনই মূল বিষয়। গোবিন্দদাসের একটি পদে দেখা যায় কৃষ্ণ এগিয়ে এসে রাধার পা মুছিয়ে দেন -

আদরে আগুসরি রাই হৃদয়ে ধরি
জানু উপরে পুন রাখি।
নিজ কর-কমলে চরন-যুগ মোছই
হেরইতে চির থির আঁখি॥

Scanned by CamScanner